দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7/10/79 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

নিরক্ষরতা জন্মশাসনের অন্তরায়

নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পর্কে কমবেশি সকলেই আজ আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসাবে নিরক্ষরতাকে চিহ্নিত করা যায়। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই আমাদের দেশের শতকরা মাত্র ২২.২ ভাগ মানুষ শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শিক্ষিত বলতে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বা নিজের নাম দস্তখত করতে সক্ষম লোকদেরও ধরা হয়েছে। কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক কম হবে বলে সহজেই অনুমান করা চলে।

আমাদের দেশের জনসমষ্টির প্রায় ৮০ ভাগেরও বেশি লোক পল্লীবাসী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও তাদের সীমিত। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বহির্ভূত একটা শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে যা হয়তো ততটা নিয়মসম্মত বলার দাবী রাখে না। যিনি কৃষক তিনি জানেন কি করে ফসল ফলাতে হয়। যিনি কুমার তিনি তার পেশা সম্পর্কে অবহিত। যিনি তাঁতী তিনিও তার পেশায় একজন কুশলী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত হলেও সমাজের বিভিন্ন অর্থকরী পেশায় তারা নিয়োজিত। শিক্ষা তাদেরকে নিঃসন্দেহে আরও পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ করে তুলতে পারে। এর ফলে তাদের পেশাগত উৎকর্ষতা ও দক্ষতাও নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। অর্থকরী দিক হতেও তারা লাভবান হতে পারবে।

একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি তার নিজের, সমাজের বা দেশের সমস্যা সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্ণয় করাও তার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রতিটি পরিবারে গড়ে ছয়টি করে সন্তান রয়েছে। কিন্তু একজন উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের পরিবারে গড়ে মাত্র দুইটি করে সন্তান রয়েছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষিত মহল যে অধিকতর সচেতন এই হিসাবে তা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। একদিকে মানুষ বাড়ছে। কিন্তু সেই সাথে জমির পরিমাণ বাড়ছে না বরংচ দিন দিনই জমির উর্বরতা হ্রাসই পাচ্ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে অন্তহীন সমস্যা। খাদ্যের ঘাটতি দূর করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করা হলেও বাড়তি উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে দেশবাসী আজ হিমসিম খেতে শুরু করেছে। তেমনি করে বাড়ছে গৃহ সমস্যা। বাড়তি মানুষের জন্য বাড়তি বাসগৃহের প্রয়োজন। তাই দেখতে পাচ্ছি কৃষি জমিগুলোকে আজ আমরা আবাসিক এলাকায় পরিণত করতে বাধ্য হচ্ছি। ফলে কৃষি উৎপাদনে সংকট দেখা দিচ্ছে। তদুপরি রয়েছে আরও নানাবিধ চাহিদা। শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আমাদের সকলেরই কাম্য। দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠুক। এটা দেশের মানুষও চান। সরকারও চান। এজন্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী। কিন্তু প্রতিদিনই মানুষ বাড়ছে। এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য দরকার আরও স্কুল, আরও শিক্ষায়তন আরও শিক্ষক এবং আনুষঙ্গিক আরও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ। আমাদের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করা তাই সর্বপ্রকার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বোধগম্য কারণেই সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। ফলে শিক্ষিতের হারও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে পারছে না।

আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি কোনদিন ব্যাহত হয়নি। নতুন নতুন শিক্ষায়তন খোলা হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হচ্ছে নয়া নয়া সুযোগ-সুবিধা। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার চাপে অগ্রগতির সুফল আমরা অনুভব করতে ব্যর্থ হচ্ছি।

শিক্ষার ক্রমবিকাশ আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর কাজ চলছে। কিন্তু জনসংখ্যা রোধ না করতে পারলে, দেশের লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ হলে আমাদের অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর মতো নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন হতেও সুফল লাভ করা সম্ভবপর হবে না। মনে রাখতে হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিরক্ষরতা দূরীকরণেরও অন্তরায়।

—ফিচার ব্যুরো